তারিখ ...JAN 2015
পৃষ্ঠা -৬- কলাম -৯-

শিক্ষা ও অর্থনৈতিক মুক্তি প্রসঙ্গে

আকবর আলি খান

কালের যাত্রা

অর্থনীতি

বিভিন্ন বিচারে বিশেষ কিছু দিকে উন্নতির পরও, অতীতের মতোই বাংলাদেশের অর্থনীতি আজও দোদুল্যমানতার কোঠায় বসবাস করছে। এ অবস্থার কারণ আছে অনেক, তবে এর সবচেয়ে বড় কারণ এর ধরনে।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জোন রবিনসন ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে যে কথাটি বলেছিলেন, আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে তা সমভাবে বিরাজমান। তিনি বলেছিলেন যে, ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে যা-ই বলা হয় না কেন, তার উল্টোটাও একইভাবে প্রযোজ্য হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্বন্ধেও আমরা যে মূল্যায়নই করি না কেন– তার উল্টোটারও এখানে অনেকখানি যৌক্তিকতা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অর্থনীতির দিকে তাকালে দেখা যাবে এখানে অনেক আশাব্যঞ্জক চিহ্ন রয়েছে। শত প্রতিকূলতা আর অভাব থাকা সত্ত্বেও গত কয়েক বছর ধরে ৬ শতাংশ বা তার কাছাকাছি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানে এ পরিমাণ প্রবৃদ্ধির হার ফেলনা কিছু নয়। এটা বাংলাদেশের জন্য মূলতই একটা বড় অর্জন। আরেকটা বিষয় দেখা যাচ্ছে যে, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আর দারিদ্র্য বিমোচনের হিসাবে যে সংখ্যা দেখা যাচ্ছে, সেটাও আশাব্যঞ্জক। এ থেকে মনে হচ্ছে যে, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের পরিমাণ কমছে। এগুলো সবই আশাব্যঞ্জক। কিন্তু অন্যদিকে যখন চোখ ফেরাই– অনেক নৈরাশ্যজনক চিত্র দেখা যায়। প্রথমে দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলা যায়। ১৯৭০ সালের দিকে আমাদের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল। আজকে এ সংখ্যা ২৫ শতাংশের কাছাকাছি চলে এসেছে। অনেকের মতে, এ সংখ্যা আরও কম হতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, এই পরিমাপটা করা হয় জাতীয় দারিদ্র্যসীমার ভিত্তিতে। বাংলাদেশের যে দারিদ্র্যসীমা ১৯৭০ সালে নির্ধারিত হয়েছিল তা কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের অনেক নিচে। সুতরাং আমরা যদি আজকের আন্তর্জাতিক মানে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি নিরূপণ করি– তাহলে কিন্তু দেখা যাবে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক।

অর্থনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে দেশের গরিব মানুষেরা। এ ধরনের ঘটনা পৃথিবীর খুব কম দেশেই ঘটে। আমাদের দেশের প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি তিনটি। একটি হলো প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ। আরেকটি হলো দেশের অর্থনীতিতে মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ। আর তৃতীয়টি হলো কৃষিক্ষেত্রে আমাদের কৃষকদের উল্লেখযোগ্য অবদান। এখন আমরা যদি আমাদের প্রবাসী অর্থোপার্জনকারীদের দিকে তাকাই, সেখানে দেখা যাবে তাদের অনেকেই দেশে শিক্ষার খুব একটা সুযোগ-সুবিধা পায়নি। তাদের অধিকাংশই অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত শ্রমিক। কিন্তু তাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি– তা কিন্তু, আমাদের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে অর্থনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ ব্যাপক আকার ধারণ করে। বিশেষ করে পোশাক শিল্পে বাংলাদেশের নারীরা অত্যন্ত সৃজনশীলতা এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ফলে এ শিল্পে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ এবং অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমেও দেশের নারীরা অর্থনীতির মূল স্রোতধারায় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। আর তৃতীয় যে বিষয়টি ঘটেছে তা অনেকেই আশা করেননি যে বাংলাদেশে এটা সম্ভব হবে। বাংলাদেশের কৃষকদের মনে করা হয় তারা পুরনো ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী এবং যেহেতু তারা শিক্ষিত নয়, তাই কৃষির আধুনিকায়নে তারা একটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশে গত চার দশকের অভিজ্ঞতা থেকে তার উল্টোটা দেখা গেছে। যদিও আমাদের কৃষকরা এখনও সুশিক্ষিত হয়ে ওঠেননি, তবু তারা আমাদের কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হতো। এখন বছরে সে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টন। অর্থাৎ চল্লিশ বছরে আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় সাড়ে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ১৯৭০ সালে কেউ চিন্তাও করতে পারেনি।

এসব দিক দিয়ে আমরা যদি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দেখি তাহলে দেখব যে গরিব মানুষরাই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, যাচ্ছে। প্রতিবন্ধকতা যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সেসব এসেছে সরকারের কাছ থেকে; শিক্ষিত মানুষের কাছ থেকে। শিক্ষিত মানুষরা এমন একটি রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে– যেখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গত তিন দশক ধরে ব্যাহত হচ্ছে। সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কৃষিক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি বিস্তারে সহায়তা করলেও অন্যদিক দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষতি করেছে। কারণ সরকারের ব্যবস্থাপনায় যেসব অবকাঠামো রয়েছে সেগুলো অত্যন্ত দুর্বল এবং এগুলোর ঘাটতি অত্যন্ত প্রকট। বিশেষ করে জ্বালানি খাতে আমাদের বড় সমস্যা রয়ে গেছে। আমরা ক্রমে আমদানিনির্ভর হয়ে পড়ছি; সার উৎপাদনের জন্য আমরা গ্যাস সরবরাহ করতে পারছি না, শিল্প-কারখানার জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারছি না। আমাদের যে কয়লা সম্পদ আছে তা ব্যবহারের জন্য কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এখনও দেখা যায়নি। অন্যদিকে আমাদের জ্বালনি চাহিদা কিন্তু দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরেও আমরা এ ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ দেখতে পাইনি। যদি গ্যাস না পাওয়া যায়, তাহলে কয়লার দ্রুত ব্যবহার সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সড়ক খাতে আমাদের একটা ঘাটতি প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। যানজটের সমস্যাটাও আরও বিরাট সমস্যা। পানীয় জল নিয়েও সংকট রয়ে গেছে। এসবের পেছনে নানাভাবে কাজ করবে যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ছে, কম ক্ষমতাও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে; প্রশাসনে রাজনীতি– এসব কিছু আমাদের অর্থনীতির জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিক দিয়ে বাংলাদেশের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো বাংলাদেশের জনশক্তি। এক সময় মনে করা হতো জনশক্তি আমাদের জন্য একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে; আসলে দেখা গেছে যে, মানুষের সৃজনশীলতার কারণে জনশক্তিই আমাদের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় সম্পদে পরিণত হয়েছে। এবং আগামীতে বিশ্বে যে ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে– তাতে বাংলাদেশের জনশক্তি-ই বাংলাদেশের জন্য একটি বড় শক্তি হয়ে দাঁড়াবে। সারা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি আস্তে আস্তে কমে আসছে। তাতে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধিতে প্রবীণদের যে হিস্যা তা ক্রমে বেড়ে যাবে। আর প্রবীণ জনসংখ্যা কাজ করতে পারে না। অথচ তাদের টিকে থাকার স্বার্থে উৎপাদন করতে হয় তাদের জন্য সেবা সৃষ্টি করার জন্য। আর সে জন্য যে যুবশক্তি দরকার– সেই যুবশক্তি বেশিরভাগ দেশগুলোর পক্ষেই সংস্থান করা সম্ভব হবে না। সেই যুবশক্তির ঘাটতি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ থেকেই পূরণ করা হবে। কিন্তু সে জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত আমরা সে ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে পারিনি। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের পরিমাণগত সম্প্রসারণ ঘটলেও গুণগত দিক থেকে আমরা আন্তর্জাতিক মানে উন্নিত হতে পারিনি। শিক্ষা ব্যবস্থা রাজনীতিকরণের মাধ্যমে এবং তার দুর্বৃত্তায়নের ফলে আমরা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি করতে পারছি না। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি আমরা উন্নত করতে না পারি এবং যে গরিব মানুষরা আমাদের অর্থনীতিকে গড়ে তুলেছে তাদের শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করতে না পাড়ি– তাহলে আমাদের অর্থনীতি সুস্থ অবস্থায় থাকতে পারবে না। আর এখানেই সুশাসনের প্রয়োজনীয়তাটা সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুশাসন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য দরকার নয়, সুশাসন প্রয়োজন অর্থনীতিতে মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য। যে দেশে সুশাসন নেই, সে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গরিব মানুষেরাই গড়ে তুলেছে। সুতরাং সাধারণ মানুষের অধিকার এবং দেশের মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের গরিব মানুষেরা দেশের অর্থনীতিতে যে অবদান রেখেছে তা আমাদের আশান্বিত করে। দেশের মানুষ তাদের সৃজনশীলতা দিয়ে অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধা এবং অব্যবস্থাপনাকে অতিক্রম করে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাদের সার্বিক মানোন্নয়নে আমাদের সচেতন হতে হবে। সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে দেশের অর্থনীতির স্বার্থেই। আর একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে বাংলাদেশ কে সর্বাগ্রে এর অথনীতির দিকেই নজর দিতে হবে।

লেখক

অর্থনীতিবিদ
রাজনীতি বিশ্লেষক